أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book#.69) www.motaher21.net

لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ

"গযব প্রাপ্তদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না।"

" Not to friendship, people whom wrath of Allah"

সুরা: আল-মুমতাহিনাহ

আয়াত নং :-১৩

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ

হে ঈমানদারগণ, যাদের ওপর আল্লাহ গযব নাযিল করেছেন তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। আখেরাত সম্পর্কে তারা ঠিক তেমনি নিরাশ যেমন কবরস্থ কাফেররা নিরাশ।

১৩ নম্বর আয়াতের তাফসীর :

সূরার শুরুতে যেমন আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বসূলভ সম্পর্ক করতে নিষেধ করেছেন সূরার শেষেও সে কথা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

(قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ)

‘আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রাগান্বিত’ সে সম্প্রদায় হল ইয়াহূদ, খ্রিস্টান ও সকল কাফির শ্রেণি। যেমন আমরা সূরা ফাতিহা পাঠ কালে বলি ‘তাদের পথ নয় যারা গযবপ্রাপ্ত এবং তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট।’

(كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ)

এখানে ইমাম ইবনু কাসীর (রহঃ) দুটি কথা বর্ণনা করেছেন :

১. যেমন জীবিত কাফিররা তাদের মৃত কবরস্থ কাফিরদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে, এরপর তারাও তাদের সাথে মিলিত হবে। কারণ তারা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে না। তাদের এ বিশ্বাসের কারণে কবরস্থ কাফিরদের পুনর্জীবিত হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে।

২. যেমন নিরাশ হয়ে গেছে সকল কল্যাণ থেকে কাফিররা যারা কবরস্থ আছে তাদের বিষয়ে। প্রকৃত অবস্থা দেখে কবরস্থ কাফিররা আখিরাতে আল্লাহ তা‘আলার রহমতের আশা থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। (তাফসীর মুয়াসসার)।

সুতরাং কাফিরদের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। তাহলেই মুসলিমরা আবার স্বর্ণ যুগে ফিরে যেতে পারবে। ঈমানের পূর্ণ স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে।

মুল ইবারত হলোঃ

قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ

এর দু’টি অর্থ হতে পারে। একটি হলো, তারা আখেরাতের কল্যাণ ও সওয়াব থেকে ঠিক তেমনি নিরাশ হয়ে গিয়েছে যেমন আখেরাত অস্বীকারকারীরা তাদের কবরস্থ মৃত আত্মীয়-স্বজনদের পুনরায় জীবিত করে উঠান সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গিয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত হাসান বসরী, কাতাদা এবং দাহহাক (র) এ অর্থটি বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় অর্থটি হতে পারে, তারা আখেরাতের রহমত ও মাগফিরাত থেকে ঠিক তেমনি নিরাশ যেমন কবরে পড়ে থাকা কাফেররা সব রকমের কল্যাণ থেকে নিরাশ। কারণ, এ ব্যাপারে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, তাদেরকে আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে

মাসউদ (রা.) এবং হযরত মুজাহিদ, ইকরিমা, ইবনে যায়েদ, কালবী, মুকাতিল ও মনসূর রাহিমাহুমুল্লাহ থেকে এ অর্থটি বর্ণিত হয়েছে

,.....

.....

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয় :

১. কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা হারাম।

২. ইয়াহূদ, খ্রিস্টানসহ সকল প্রকার কাফিরদের ওপর আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ।

৩. কাফিররা মারা যাওয়ার পর বুঝতে পারবে তারা আল্লাহ তা'আলার কোনরূপ রহমত পাবে না।

☆ এ সূরার প্রথম থেকে যে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে সেটা উপসংহার টানা হয়েছে। আমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও আন্তরিক সম্পর্ক গড়া উচিত নয়, যারা আল্লাহর আইন ভংগ করে এবং আল্লাহর আইনে বিদ্রোহী। এই প্রশ্নেরই বিভিন্ন দিক নিয়ে এই সূরায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এবং তার আইনগত দিক সমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরিশেষে এ আয়াতে যুক্তির সমাপ্তি টানা হয়েছে। যারা পরকালে বিশ্বাস করেনা তাদের এই জীবনের পর কোন আশা ভরসা থাকতে পারেনা। প্রকৃতপক্ষে তাদের কাছে এই জীবনটাই দুঃসহ। কারণ এই জীবনের যন্ত্রণা ও দুঃখটাই তাদের কাছে আসল। এবং এর কোন উপসম বা পরিত্রাণ তাদের জানা নেই। যারা পরকালের আযাবকে অস্বীকার করে এই জীবনে পাপে ডুবে থাকে এবং দুনিয়াটাকে "খাও, দাও স্ফুর্তি কর" এমন জায়গা মনে করে তাদের অবস্থাও অনুরূপ; যদিও তারা ঐশী গ্রন্থের অনুসারী হওয়ার বা না হওয়ার দাবী করুক, যদিও তারা পরকালে বিশ্বাস করে। এটা তাদের জন্য আতঙ্ক শাস্তি এবং হতাশার জীবন। কিন্তু বিশ্বাসী তথা ঈমানদারদের অবস্থা বিপরীত। তারা এই জীবনে কষ্ট করতে পারে, কিন্তু তাদের জন্য এই জীবনটা চোখের পলক যেটা অতি শীঘ্রই পার হয়ে যাবে। প্রকৃত বাস্তবতা হল পরকালীন জীবন, তাদের সবকিছু আশা ভরসা, চাওয়া পাওয়া সেখানে। ফলে এখানে কোন দুঃখ কষ্টই তাদের জন্য কোন দুঃখ কষ্ট নয়। কোন অপূর্ণতাই তাদের অপূর্ণতা নয় এবং কোন কঠিনতম বিপদেও তারা হতাশ হয়ে পড়েনা। এই আয়াতে অত্যন্ত চমৎকার একটি উপমা দিয়ে এটা বুঝানো হয়েছে। পরকাল অস্বীকারকারীরা পরকালীন কল্যাণ ও সওয়াব হতে তেমনিভাবে নিরাশাগ্রস্থ যেমন করে তারা নিরাশা গ্রস্থ যে তাদের নিকট আত্মীয়

স্বজন যারা মরে গিয়েছে তারা কখনো পুনরুজ্জীবিত বা পুনরুত্থিত হবে। অথবা এটাও হতে পারে যে তারা পরকালীন রহমত মাগফিরাত হতে ঠিক তেমনি নিরাশ, যেমন কবরস্থ কাফিররা নিরাশ। কেননা তারা যে আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে সে বিষয়ে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে।

সুরা: আল-মুমতাহিনাহ

আয়াত নং :- ১

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَ عَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَ اِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِىْ سَبِيْلِىْ وَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِىْ ط تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ط وَ اَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَ مَآ اَعْلَنْتُمْ وَ مَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ

হে.ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আমার পথে জিহাদ করার জন্য এবং আমার সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে (জন্মভুমি ছেড়ে ঘর থেকে) বেরিয়ে থাক তাহলে আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না। তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা কর, অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে এসেছে তারা তা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তাদের আচরণ হলো, তারা রসূলকে এবং তোমাদেরকে শুধু এই অপরাধে জন্মভূমি থেকে বহিষ্কার করে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছো। তোমরা গোপনে তাদের কাছে বন্ধুত্বমূলক পত্র পাঠাও। অথচ তোমরা গোপনে যা করো এবং প্রকাশ্যে যা করো তা সবই আমি ভাল করে জানি। তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই এরূপ করে নিশ্চিন্তভাবেই সে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

১ নম্বর আয়াতের তাফসীর :

(৬০-মুমতাহিনা) : যেসব স্ত্রীলোক হিজরত করে চলে আসবে এবং মুসলমান হওয়ার দাবি করবে এ সূরার ১০ আয়াতে তাদের পরীক্ষা করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। এ কারণে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে আল মুমতাহিনা। মুমতাহানা এবং মুমতাহিনা এই দু'ভাবেই শব্দটি উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। প্রথম প্রকার উচ্চারণের ক্ষেত্রে এর অর্থ হয়, যে স্ত্রীলোককে পরীক্ষা করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় প্রকার উচ্চারণের ক্ষেত্রে এর অর্থ হয় পরীক্ষা গ্রহণকারী সূরা।

(৬০-মুমতাহিনা) : নাযিল হওয়ার সময়-কাল : এ সূরায় এমন দু'টি বিষয়ে কথা বলা হয়েছে যার সময়-কাল ঐতিহাসিকভাবে জানা। প্রথমটি হযরত হাতেব ইবনে আবু বালতা'আর (রা.) ঘটনা। তিনি মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বে একটি গোপন পত্রের মাধ্যমে কুরাইশ নেতাদের এ মর্মে অবগত করেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ (সা.) তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করতে যাচ্ছেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি মুসলমান মহিলাদের সম্পর্কে, যারা হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মক্কা থেকে হিজরাত করে মদীনায় আসতে শুরু করেছিল, এক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, সন্ধির শর্ত অনুসারে মুসলমান পুরুষদের মত তাদেরও কি কাফেরদের হাতে সোপর্দ করতে হবে? এ দু'টি ঘটনার উল্লেখ থেকে এ বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, সূরাটি হুদাইবিয়ার সন্ধি এবং মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে নাযিল হয়েছিল। এ দু'টি ঘটনা ছাড়াও সূরার শেষের দিকে তৃতীয় আরেকটি ঘটনার উল্লেখ আছে। তাহলো, ঈমান গ্রহণের পর বাই'য়াত গ্রহণের উদ্দেশ্যে মহিলারা যখন রসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হবে তখন তিনি তাদের কাছ থেকে কি কি বিষয়ের প্রতিশ্রুতি নেবেন? সূরার এ অংশ সম্পর্কেও অনুমান হলো, তা মক্কা বিজয়ের অল্প কিছুকাল পূর্বে নাযিল হয়েছিল। কারণ মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশদের পুরুষদের মত তাদের নারীরাও বিপুল সংখ্যায় একসাথে ইসলাম গ্রহণ করবে বলে মনে হচ্ছিলো। তাদের নিকট থেকে সামষ্টিকভাবে প্রতিশ্রুতি গ্রহণের প্রয়োজন তখন অবশ্যম্ভাবী ছিল।

(৬০-মুমতাহিনা) : বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য: এ সূরাটির তিনটি অংশ: প্রথম অংশ সূরার শুরু থেকে ৯ আয়াত পর্যন্ত। সূরার সমাপ্তি পর্বের ১৩ নং আয়াতটিও এর সাথে সম্পর্কিত। হযরত হাতেব ইবনে আবু বালতা'আ শুধু তার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ (সা.) এর অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি গোপন সামরিক তথ্য শত্রুদের জানিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এটি যথাসময়ে ব্যর্থ করে দেয়া না গেলে মক্কা বিজয়ের সময় ব্যাপক রক্তপাত হতো। মুসলমানদেরও বহু মূল্যবান প্রাণ নষ্ট হতো এবং কুরাইশদেরও এমন বহু লোক মারা যেতো, যাদের দ্বারা পরবর্তী সময়ে ইসলামের ব্যাপক খেদমত পাওয়ার ছিল। শান্তিপূর্ণ উপায়ে মক্কা বিজিত হলে যেসব সুফল অর্জিত হতে পারতো তা সবই পণ্ড হয়ে যেতো। এসব বিরাট ও ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হতো শুধু এ কারণে যে, মুসলমানদেরই এক ব্যক্তি যুদ্ধের বিপদ থেকে নিজের সন্তান-সন্ততিকে নিরাপদ রাখতে চেয়েছিল। এ আয়াতে হযরত হাতেব ইবনে আবু বালতা'আর এ কাজের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। মারাত্মক এই ভুল সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত ঈমানদারদের এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, কোন ঈমানদারের কোন অবস্থায় কোন উদ্দেশ্যেই ইসলামের শত্রু কাফেরদের সাথে ভালবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক না রাখা উচিত এবং এমন কোন কাজও না করা উচিত যা কুফর ও ইসলামের সংঘাতে কাফেরদের জন্য সুফল বয়ে আনে। তবে যেসব কাফের কার্যত ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক ও নির্যাতনমূলক কোন আচরণ করছে না তাদের সাথে প্রীতিপূর্ণ ও অনুগ্রহের আচরণ করায় কোন দোষ নেই। ১০ ও ১১ আয়াত হলো, সূরাটির দ্বিতীয় অংশ। সেই সময় মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি করছিল এমন একটি সামাজিক সমস্যার সমাধান পেশ করা হয়েছে এ অংশে। মক্কায় বহু মুসলমান মহিলা ছিল যাদের স্বামীরা ছিল কাফের। এসব মহিলা কোন না কোন ভাবে হিজরাত করে মদীনায় এসে হাজির হতো। অনুরূপ মদীনায় বহুসংখ্যক মুসলমান পুরুষ ছিল যাদের স্ত্রীরা ছিল কাফের এবং তারা মক্কাতেই রয়ে গিয়েছিল। এসব লোকের দাম্পত্য বন্ধন অক্ষুন্ন আছে কিনা এ বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিতো। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে চিরদিনের জন্য ফায়সালা দিলেন যে, মুসলমান নারীর জন্য কাফের স্বামী হালাল নয় এবং মুসলমান পুরুষের জন্যও মুশরিক স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধনে রাখা জায়েজ নয়। এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনগত ফলাফলের ধারক। পরে আমরা টীকাসমূহে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। ১২নং আয়াত হলো সূরাটির তৃতীয় অংশ। এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, জাহেলী যুগের আরব সমাজে যেসব বড় বড় দোষ-ত্রুটি ও গোনাহর কাজ নারী সমাজের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছিল যেসব নারী ইসলাম গ্রহণ করবে তা থেকে মুক্ত থাকার জন্য তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিতে হবে এবং এ বিষয়েও অঙ্গীকার নিতে হবে যে, আল্লাহর রসূলের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে যেসব কল্যাণ ও সুকৃতির পথ, পন্থা ও নিয়ম-কানুন মেনে চলার আদেশ দেয়া হবে তা তারা মেনে চলবে।

সূরা সম্পর্কিত তথ্যঃ

এ সূরার শুরুভাগে কাফের ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে এবং একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই অংশ অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনাটি বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, ঘটনার সার সংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, মক্কাবিজয়ের পূর্বে মক্কা থেকে এক গায়িকা নারী মদীনায় আগমন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ তুমি কি হিজরত করে মদীনায় এসেছ? সে বললঃ না। আবার জিজ্ঞাসা করা হলঃ তবে কি তুমি মুসলিম হয়ে এসেছ? সে এরও নেতিবাচক উত্তর দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তা হলে কি উদ্দেশ্যে আগমন করেছ? সে বললঃ আপনারা মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলেন। আপনাদের মধ্য থেকে আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম। এখন মক্কার বড় বড় সরদাররা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে এবং আপনারা এখানে চলে এসেছেন। ফলে আমার জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে গেছে। আমি ঘোর বিপদে পড়ে ও অভাবগ্রস্ত হয়ে আপনাদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তুমি মক্কার পেশাদার গায়িকা। মক্কার সেই যুবকরা কোথায় গেল, যারা তোমার গানে মুগ্ধ হয়ে টাকা-পয়সার বৃষ্টি বর্ষণ করত? সে বললঃ বদর যুদ্ধের পর তাদের উৎসবপর্ব ও গান-বাজনার জৌলুস খতম হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত তারা কেউ আমাকে আমন্ত্রণ জানায় নি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল মুত্তালিব বংশের লোকগণকে তাকে সাহায্য করার জন্যে উৎসাহ দিলেন। তারা তাকে নগদ টাকা-পয়সা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি দিয়ে বিদায় দিল। এটা তখনকার কথা, যখন মক্কার কাফেররা হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ইচ্ছায় গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, এই গোপন তথ্য পূর্বাহ্নে মক্কাবাসীদের কাছে ফাঁস না হোক। এদিকে সর্বপ্রথম হিজরতকারীদের মধ্যে একজন সাহাবী ছিলেন হাতেব ইবনে আবী বালতা'আ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু। তিনি ছিলেন ইয়ামেনী বংশোদ্ভূত এবং মক্কায় এসে বসবাস করেছিলেন। মক্কায় তার স্বগোত্র বলতে কেউ ছিল না। মক্কায় বসবাসকালেই মুসলিম হয়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। তার স্ত্রী ও সন্তানগণ তখনও মক্কায় ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অনেক সাহাবীর হিজরতের পর মক্কায় বসবাসকারী মুসলিমদের ওপর কাফেররা নির্যাতন চালাত এবং তাদেরকে উত্যক্ত করত। যেসব মুহাজিরের আত্মীয়-স্বজন মক্কায় ছিল, তাদের সন্তান-সন্ততিরা কোনরূপে নিরাপদে ছিল। হাতেব চিন্তা করলেন যে, তার সন্তানসন্ততিকে শত্রুর নির্যাতন থেকে বাঁচিয়ে রাখার কেউ নেই। অতএব, মক্কাবাসীদের প্রতি কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করলে তারা হয়তো তার সন্তানদের ওপর জুলুম করবে না। তাই গায়িকার মক্কা গমনকে তিনি একটি সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন। হাতেব স্বস্থানে নিশ্চিত বিশ্বাসী ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করবেন। এই তথ্য ফাঁস করে দিলে তার কিংবা ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না। তিনি ভাবলেন, আমি যদি পত্র লিখে মক্কার কাফেরদেরকে জানিয়ে দেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমার ছেলে-সন্তানদের হেফাযত হয়ে যাবে। সুতরাং তিনি মক্কাবাসীদের নামে একটি পত্র লিখে মহিলাটির হাতে সোপর্দ করলেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ব্যাপারটি জানিয়ে দিলেন। তিনি আরও জানতে পারলেন যে, মহিলাটি এসময়ে রওযায়ে খাক নামক স্থান পর্যন্ত পৌছে গেছে। বিভিন্ন বর্ণনায় আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে, আবু মুরসাদকে ও যুবায়র ইবনে আওয়ামকে আদেশ দিলেন, অশ্বে আরোহণ করে সেই মহিলার পশ্চাদ্ধাবন কর। তোমরা তাকে রওযায়ে খাকে পাবে। তার সাথে মক্কাবাসীদের নামে হাতেব ইবনে আবী বালতা'আর পত্র আছে। তাকে পাকড়াও করে পত্রটি ফিরিয়ে নিয়ে আস। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ আমরা নির্দেশমত দ্রুতগতিতে তার পশ্চাদ্ধাবন করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে স্থানের কথা বলেছিলেন, ঠিক সে স্থানেই আমরা তাকে উটে

সওয়ার হয়ে যেতে দেখলাম এবং তাকে পাকড়াও করলাম। আমরা বললাম পত্রটি বের কর। সে বললঃ আমার কাছে কারও কোন পত্র নেই। আমরা তার উটকে বসিয়ে দিলাম। এরপর তালাশ করে কোন চিঠি পেলাম না। আমরা মনে মনে বললামঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সংবাদ ভ্রান্ত হতে পারে না | নিশ্চয়ই সে পত্রটি কোথাও গোপন করেছে। এবার আমরা তাকে বললামঃ হয় পত্র বের কর, না হয় আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করে দিব। অগত্যা সে নিরুপায় হয়ে মাথার চুলের খোপ থেকে পত্র বের করে দিল। আমরা পত্র নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে চলে এলাম। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘটনা শুনা মাত্রই ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আরয করলেনঃ এই ব্যক্তি আল্লাহ, তার রসূল ও সকল মুসলিমের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে আমাদের গোপন তথ্য কাফেরদের কাছে লিখে পাঠিয়েছে। অতএব, অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতেবকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমাকে এই কাণ্ড করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করল? হাতেব বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার ঈমানে এখনও কোন তফাত হয়নি। ব্যাপার এই যে, আমি ভাবলাম, আমি যদি মক্কাবাসীদের প্রতি একটু অনুগ্রহ প্রদর্শন করি তবে তারা আমার ছেলে-সন্তানদের কোন ক্ষতি করবে না। আমি ব্যতীত অন্য কোন মুহাজির এরূপ নেই, যার স্বগোত্রের লোক মক্কায় বিদ্যমান নেই। তাদের স্বগোত্রীয়রা তাদের পরিবার-পরিজনের হেফাযত করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতেবের জবানবন্দি শুনে বললেনঃ সে সত্য বলেছে। অতএব, তার ব্যাপারে তোমরা ভাল ছাড়া মন্দ বলো না। ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ঈমানের জোশে নিজ বাক্যের পুনরাবৃত্তি করলেন এবং তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ সে কি বদর যোদ্ধাদের একজন নয়? আল্লাহ তা'আলা বদর যোদ্ধাদেরকে ক্ষমা করার ও তাদের জন্যে জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন। এ কথা শুনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে আরয করলেনঃ আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূলই আসল সত্য জানেন। কোন কোন বর্ণনায় হাতেবের এই উক্তিও বর্ণিত আছে যে; আমি একাজ ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি করার জন্যে করিনি। কেননা, আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই বিজয়ী হবেন। মক্কাবাসীরা জেনে গেলেও তাতে কোন ক্ষতি হবে না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মুমতাহিনার গুরুভাগের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এসব আয়াত উপরোক্ত ঘটনার জন্যে হুশিয়ার করা হয় এবং কাফেরদের সাথে মুসলিমদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা হারাম সাব্যস্ত করা হয়। [আলোচ্য ঘটনাটি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, বুখারী: ৩০০৭, মুসলিম, ২৪৯৪, আবু দাউদ: ২৬৫০, তিরমিযী: ৩৩০৫, ওয়াকেদী: আল-মাগাযী: ২/৭৯৭-৭৯৯, ইবনে হিশাম: আস-সীরাতুন নাবওয়ীয়্যাহ, ২/৩৯৮-৩৯৯, তাফসীরে বাগভী: ৪/৩২৮-৩২৯]

---

[১] এখানে حق বলতে কুরআন বোখানো হয়েছে। [বাগভী]

যেসব ঘটনা প্রসঙ্গে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে শুরুতেই তা বিস্তারিত বর্ণনা করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। এতে পরবর্তী বিষয়বস্তু বুঝা সহজ হবে। মক্কার মুশরিকদের কাছে হযরত হাতেব ইবনে আবু

বালতা'আর (রা.) লিখিত পত্র ধরা পড়ার পর এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল। সমস্ত তাফসীরকার এ ব্যাপারে একমত। ইববে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদা, উরওয়া ইবনে যুবায়ের প্রমূখ বর্ণনাকারীর সর্বসম্মত বর্ণনাও তাই।

ঘটনা হলো, কুরাইশরা হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করলে রসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। কিন্তু কোথায় অভিযান পরিচালনা করতে চাচ্ছেন বিশিষ্ট কয়েকজন সাহাবা ছাড়া আর কাউকে তিনি তা বললেন না। ঘটনাক্রমে এই সময় মক্কা থেকে একজন মহিলা আসল। পূর্বে সে আবদুল মুত্তালিবের দাসী ছিল। কিন্তু পরে দাসত্ব শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে গানবাদ্য করে বেড়াত। নবীর ﷺ কাছে এসে সে তার দারিদ্রের কথা বলল এবং কিছু অর্থ সাহায্য চাইল। তিনি বনী আবদুল মুত্তালিব এবং বনী মুত্তালিবের লোকদের কাছ থেকে কিছু অর্থ চেয়ে দিয়ে তার অভাব পূরণ করলেন। সে মক্কায় ফিরে যেতে উদ্যত হলে হযরত হাতেব ইবনে আবু বালতা'আ তার সাথে দেখা করলেন এবং মক্কার কয়েকজন নেতার নামে লেখা একখানা পত্র তাকে দিলেন। আর সে যাতে এই গোপনীয় বিষয়টি প্রকাশ না করে এবং গোপনে তাদের কাছে পৌঁছে দেয় সেজন্য তিনি তাকে দশটি দিনারও দিলেন। সে সবেমাত্র মদীনা থেকে রওয়ানা হয়েছিল। ইতিমধ্যে আল্লাহ তা'আলা বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত আলী, হযরত যুবায়ের এবং হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদকে তার সন্ধানে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন, তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও। রাওদায়ে খাখ নামক স্থানে (মদীনা থেকে মক্কার পথে ১২ মাইল দূরে) তোমরা এক মহিলার সাক্ষাৎ পাবে। তার কাছে মুশরিকদের নামে হাতেবের একটি পত্র আছে। যেভাবে হোক তার নিকট থেকে এ পত্রখানা নিয়ে এসো। সে যদি পত্রখানা দিয়ে দেয় তাহলে তাকে ছেড়ে দেবে। আর যদি না দেয় তাহলে তাকে হত্যা করবে। তাঁরা ঐ স্থানে পৌঁছে মহিলাকে দেখতে পেলেন। তাঁরা তার কাছে পত্রখানা চাইলেন। কিন্তু সে বললঃ আমার কাছে কোন পত্র নেই। তাঁরা তার দেহ তাল্লাশী করলেন। কিন্তু কোন পত্র পাওয়া গেল না। অবশেষে তারা বললেনঃ পত্রখানা আমাদের দিয়ে দাও তা না হলে আমরা তোমাকে উলঙ্গ করে তল্লাশী নেব। সে যখন বুঝতে পরলো রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই তখন সে তার চুলের খোপার ভেতর থেকে পত্রখানা বের করে তাদের দিল। আর তাঁরা তা নিয়ে নবীর ﷺ দরবারে হাজির হলেন। পত্র খুলে পড়া হলো। দেখা গেল তাতে কুরাইশদের অবগত করানো হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। (বিভিন্ন বর্ণনায় পত্রের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণিত হয়েছে কিন্তু বিষয়বস্তু ছিল এটিই) নবী (সা.) হযরত হাতেবকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি একি করেছো? তিনি বললেনঃ আপনি আমার ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি যা করেছি তা এজন্য করি নাই যে, আমি কাফের বা মুরতাদ হয়ে গিয়েছি এবং ইসলামকে পরিত্যাগ করে এখন কুফরকে ভালবাসতে শুরু করেছি। প্রকৃত ব্যাপার হলো, আমার আপনজনেরা সব মক্কায় অবস্থান করছে। আমি কুরাইশ গোত্রের লোক নই। বরং কুরাইশদের কারো কারো পৃষ্ঠপোষকতা ও ছত্রছায়ায় আমি সেখানে বসতি স্থাপন করেছিলাম। অন্য যেসব মুহাজিরের পরিবার-পরিজন মক্কায় অবস্থান করছে তাদের গোত্র তাদের রক্ষা করবে। কিন্তু আমার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার মত কেউই সেখানে নেই। তাই আমি এই পত্র লিখেছিলাম। আমি মনে করেছিলাম, এটা হবে কুরাইশদের প্রতি আমার একটা অনুগ্রহ। এই অনুগ্রহের কথা মনে করে তারা আমার সন্তানদের ওপর নির্যাতন চালাবে না। (হযরত হাতেবের পুত্র আবদুর রহমান বর্ণনা করেছেন যে, ঐ সময় হযরত হাতেবের সন্তান-সন্ততি ও ভাই মক্কায় অবস্থান করছিল। তাছাড়া হযরত হাতেবের নিজের একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় সেসময় তাঁর মাও সেখানে ছিল।) হাতেবের এই বক্তব্য শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত সবাইকে বললেনঃ صَدَقَكُمْ قَدْ হাতেব তোমাদের কাছে সত্য কথাই বলেছে। অর্থাৎ এটিই তার এ কাজের মূল কারণ। ইসলামকে পরিত্যাগ বা কুফরকে সহযোগিতা করার মানসিকতা এর চালিকাশক্তি নয়। হযরত উমর উঠে বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল,

আমাকে অনুমতি দিন এই মুনাফিকের শিরচ্ছেদ করি। সে আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। নবী (সা.) বললেন, এ ব্যক্তি তো বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। তোমরা তো জানো না, হয়তো আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের বিষয় বিবেচনা করে বলে দিয়েছেনঃ তোমরা যাই করো না কেন আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন। (শেষ বাক্যাংশটির ভাষা বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। কোনটাতে আছে قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ 'আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।' কোনটাতে আছে انى غافر لكم 'আমি তোমাদের মাফ করে দেব।' আবার কোনটাতে আছে ساغفر لكم 'আমি অচিরেই তোমাদের মাফ করে দেব') একথা শুনে হযরত 'উমর (রা.) কেঁদে ফেললেন এবং বললেনঃ আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই সর্বাধিক জানেন। এ হলো বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে জারীর, তাবরী, ইবনে হিশাম, ইবনে হিব্বান এবং ইবনে আবী হাতেব কর্তৃক সহীহ সনদে বর্ণিত বহু সংখ্যক হাদীসের সার সংক্ষেপ। এসব বর্ণনার মধ্যে যে বর্ণনাটি হযরত আলীর নিজের মুখ থেকে তাঁর সেক্রেটারী উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু রাফে শুনেছেন এবং তার নিকট থেকে হযরত আলীর (রা.) পৌত্র হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হানাফীয়া শুনে পরবর্তী রাবীদের কাছে পৌঁছিয়েছেন সেটিই সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য। এসব বর্ণনার কোনটিতেই স্পষ্ট করে একথা বলা হয়নি যে, হযরত হাতেবের এই ওজর শোনার পর তাঁকে মাফ করে দেয়া হয়েছিল। আবার কোন সূত্র থেকে একথাও জানা যায় না যে, তাঁকে কোন শাস্তি দেয়া হয়েছিল। তাই আলেমগণ ধরে নিয়েছেন হযরত হাতেবের ওজর গ্রহণ করে তাঁকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল।

.....

.....

মক্কার কাফিররা এবং নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাঝে হূদায়বিয়াতে যে সন্ধি চুক্তি হয়েছিল মক্কার কাফিররা তা ভঙ্গ করে। এজন্য নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গোপনে মুসলিমদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। হাতেব বিন আবী বালতাআহ (রাঃ) বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী একজন মুহাজির সাহাবী। কুরাইশদের সাথে তাঁর কোন আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি মক্কাতেই ছিল। তিনি ভাবলেন যে, মক্কার কুরাইশদেরকে যদি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ প্রস্তুতি সম্পর্কে অবগত করি তাহলে হয়তো তারা আমার সন্তান-সন্ততি ও মাল সম্পদ হেফাযত করবে। তাই তিনি এ সংবাদটি লিখিত আকারে এক মহিলার মাধ্যমে তা মক্কার কাফিরদের নিকট প্রেরণ করেন। এদিকে ওয়াহীর মাধ্যমে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জানানো হল। তাই তিনি আলী (রাঃ), মিকদাদ ও জুবায়ের (রাঃ)-কে বললেন : যাও, তোমরা "রওযাতু খাখ" নামক স্থানে মক্কাগামী একজন মহিলাকে পাবে, তার কাছে একটি চিঠি আছে তা নিয়ে আসো। আলী (রাঃ) বলেন : এরপর আমরা রওনা দিলাম। আমাদের ঘোড়া আমাদেরকে নিয়ে ছুটে চলল। যেতে যেতে আমরা 'রওযাতু খাখ' গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে পৌঁছতেই আমরা উষ্ট্রারোহিণীকে পেয়ে গেলাম। আমরা বললাম, পত্রখানা বের কর। সে বলল : আমার সঙ্গে

কোন পত্র নেই। আমরা বললাম, অবশ্যই তুমি পত্রখানা বের করবে-অন্যথায় তোমাকে বিবস্ত্র করে ফেলা হবে। এরপর সে তার চুলের বেণী থেকে পত্রখানা বের করল। আমরা পত্রখানা নিয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এলাম। দেখা গেল পত্রখানা হাতিব বিন আবূ বালতাআহ এর পক্ষ হতে মক্কার কতিপয় মুশরিকের কাছে লেখা যাতে তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গৃহীত সিদ্ধান্তের বিষয় তাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন : হে হাতিব কী ব্যাপার? তিনি বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমার ব্যাপারে তড়িৎ কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি কুরাইশ বংশীয় লোকদের সঙ্গে বসবাসকারী একজন ব্যক্তি। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমার কোন বংশগত সম্পর্ক নেই। আপনার সঙ্গে যত মুহাজির আছেন তাদের সবারই সেখানে আত্মীয়-স্বজন আছে। এসব আত্মীয়-স্বজনের কারণে মক্কায় তাদের পরিবার-পরিজন এবং সম্পদ রক্ষা পাচ্ছে। আমি চেয়েছিলাম যেহেতু তাদের সঙ্গে আমার কোন বংশীয় সম্পর্ক নেই তাই এবার যদি আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি তাহলে হয়তো তারাও আমার আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়াবে। কুফর ও ধর্ম ত্যাগ করার মনোভাব নিয়ে আমি এ কাজ করিনি। তখন আল্লাহ তা'আলা এ সূরার শুরুর আয়াতগুলো অবতীর্ণ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : সে সত্য কথা বলেছে, তার ব্যাপারে ভাল ছাড়া কিছুই বলো না। উমার (রাঃ) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমাকে ছেড়ে দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : সে কি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি? আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের ব্যাপারে বলেছেন : তোমরা যা ইচ্ছা করো আমি তোমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছি। (সহীহ বুখারী হা. ৩০৮১, ৪৮৯০)

এ আয়াতগুলোতে মু'মিনদের বন্ধু গ্রহণের সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়েছে। একজন মু'মিন কখনো আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের শত্রুদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারে না। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

(يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓي أَوْلِيَاْءَ ر بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاْءُ بَعْضٍ ط وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهٗ مِنْهُمْ)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে সে তাদেরই একজন গণ্য হবে।" (সূরা মায়িদা ৫ : ৫১)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

(يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاْءَ ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ)

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে তাদেরকে ও কাফিরদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না এবং যদি তোমরা মু'মিন হও তবে আল্লাহকে ভয় কর।" (সূরা মায়িদা ৫ : ৫৭)

মু'মিনদের বন্ধু হবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

(إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ)

"নিশ্চয়ই তোমাদের বন্ধু আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ- যারা বিনত হয়ে সালাত আদায় করে ও যাকাত দেয়।" (সূরা মায়িদা ৫ : ৫৫)

কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি এরূপ মুসলিম সমাজের গোপন তথ্য কাফির বা শত্রুদের কাছে সরবরাহ করে বা গোয়েন্দাগিরি করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে, না শাস্তি দেওয়া হবে-এ নিয়ে কিছু মতামত পরিলক্ষিত হয়। সঠিক কথা হল যদি তার এটা অভ্যাস হয়ে যায় তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। কারণ এর দ্বারা মুসলিমদের ক্ষতি হয় এবং জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করা হয় (কুরতুবী)।

(وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاْءَكُمْ)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে সত্য দীন ইসলাম প্রদান করেছেন তা তারা অস্বীকার করেছে এবং ঈমান আনার কারণে তোমাদেরকে ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছে। তারপরেও কি তোমরা তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে?

(إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا)

অর্থাৎ যদি তোমরা সত্যিকারার্থে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ করে থাক তাহলে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।

(تُسِرُّوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ)

অর্থাৎ তোমরা জান যে, আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব কিছু জানেন তার পরেও কিভাবে তাদের কাছে গোপনে বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও। তারপর আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি তাদের চরম শত্রুতার কথা বলেছেন, যদি তারা কোনক্রমে তোমাদের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করতে পারে তাহলে তারা তোমাদের চরম শত্রু হবে এবং হাত ও জিহবা দ্বারা তোমাদের ক্ষতি সাধন করবে। বর্তমানে আমরা তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাচ্ছি।

কাফিরদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে নেয়ার ফলে মুসলিমরা আজ তাদের হাতে নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত। আমাদের এ বেড়াজাল থেকে বের হয়ে আসা উচিত।

(إِنْ يَثْقَفُوْكُمْ)

অর্থাৎ তারা যদি তোমাদেরকে তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারে তাহলে তারা তোমাদের শত্রুতে পরিণত হবে এবং হাত-মুখ দ্বারা তোমাদের ক্ষতি সাধন করার জন্য চড়াও হবে।

(لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ)

অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন সন্তানাদী যদি প্রকৃত মু'মিন না হয় তাহলে কিয়ামত দিবসে তারা কোন উপকার করতে পারবে না। এমনকি নাবীদের আত্মীয়-স্বজন ও স্ত্রী-সন্তান মু'মিন না হলে নাবীরা তাদের কোন উপকার করতে পারবে না। আনাস (রাঃ) বলেন : জনৈক ব্যক্তি বলল : হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমার বাবা কোথায়? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : তোমার বাবা জাহান্নামে। লোকটি (বিষন্ন মনে) ফিরে যেতে উদ্যত হলে তিনি তাকে ডেকে বললেন :

ان ابي وابالك في النار

আমার বাবা ও তোমার বাবা উভয়ে জাহান্নামে। (সহীহ মুসলিম হা. ৫২১. আবূ দাঊদ হা. ৪৭১৮)

সুতরাং একজন মু'মিন কখনো কাফির-মুশরিকদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেনা এমনকি যদি কাফির তার আত্মীয়-স্বজনও হয় তাহলেও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।

আয়াত হতে শিজণীয় বিষয় :

১. ইসলামের ক্ষতি করে মুসলিমদের পক্ষে এমন কোন কাজ করা উচিত নয়।

২. মু'মিনরা কেবলমাত্র মু'মিনদের ছাড়া অন্য কোন কাফির-মুশরিক ও যারা দীন নিয়ে বিদ্রূপ করে তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে পারে না।

৩. বদরী সাহাবীদের মর্যাদা জানলাম।

৪. কাফিররা সর্বদা মুসলিমদের ক্ষতি করার সুযোগ খোঁজে। সুযোগ পেলেই হাত ও মুখ দ্বারা ক্ষতি করবে।

৫. সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজন মু'মিন না হলে আখিরাতে কোন উপকারে আসবে না।

☆ আলোচ্য আয়াতটি হযরত হাতিব ইবনে আবু বালতায়ার (রাঃ) লিখা একটি গোপন চিঠির কারণে নাযিল হয়েছিল। তিনি মদিনায় মুহাজির ছিলেন। মক্কায় তাঁর এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের রক্ষা কল্পে তিনি মুশরিক কুরাইশদের কাছে এই গোপন চিঠিটি লিখেছিলেন। গোপন চিঠিটি পাকড়াও করা হয়েছিল এবং তিনি এটা স্বীকারও করেছিলেন। তাঁকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল যেহেতু তিনি সত্য স্বীকারও করেছিলেন এবং তাঁর উদ্দেশ্য বিদ্রোহাত্মক বলে প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু তারপরও এই নির্দেশ ভবিষ্যত দিক নির্দেশনার জন্য (তথা আমাদের জন্য) দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতটি যদিও মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বে তথা মক্কায় অভিযানের প্রস্তুতি পর্বে নাযিল হয়েছিল তথাপিও এটার বিষয়বস্তু সার্বজনীন। মুমিনদের কেহ নিজ জনসাধারণ এবং বিশ্বাসের বিরুদ্ধবাদীদের সাথে গোপন সম্পর্ক রাখতে পারবেনা। কারণ তারা তাদের বিশ্বাসকেই ধ্বংস করতে চায়। তাদের প্রতি দোষারোপ করে এবং তাদেরকেও ধ্বংস করতে চায়। অতএব এ ধরনের কাজ নিজের আত্মীয়-স্বজনের খাতিরেও করা যাবেনা। নিজের জন্যও করা যাবেনা। যেহেতু এতে নিজের পুরো কওমকেই বা গোষ্ঠীকেই ধ্বংস করে দেবে।

আলোচ্য আয়াতে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে 'কাফের' শব্দের পরিবর্তে "আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রু" বলা হয়েছে। এতে এই নির্দেশের কারণ ও দলীল-প্রমাণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, নিজেদের ও আল্লাহর শত্রুদের কাছে বন্ধুত্ব আশা করা আত্ম প্রবঞ্চনা বৈ কিছুই নয়। অতএব এথেকে বিরত থাক। দ্বিতীয়ত এই দিকেই ইংগিত করা হয়েছে যে, কাফের যে পর্যন্ত কাফের থাকবে সে কোন মুসলমানের বন্ধু হতে পারেনা। যে আল্লাহর দুশমন অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম আহকামের বিরোধিতাকারী, আল্লাহর এই জমিনে আল্লাহর দ্বীন তথা আল্লাহর পছন্দনীয় জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত হোক এটা চায়না এবং সর্বশক্তি দিয়ে এ বিধান প্রতিষ্ঠার

পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অতএব যে মুসলমান আল্লাহর মুহাব্বাত দাবী করে তার সাথে কাফেরের বন্ধুত্ব কিভাবে সম্ভব?

অতঃপর আলোচ্য আয়াতে তাদের শত্রুতার আসল কারণ কুফর বর্ণনা করার পর তাদের বাহ্যিক শত্রুতাও প্রকাশ করা হয়েছে যে, তারা তোমাদেরকে এবং তোমাদের রাসূল (সঃ) কে প্রিয় মাতৃভূমি থেকে বহিস্কার করেছে। এ বহিস্কারের কারণ পার্থীব নয়, নয় কোন বিষয় সম্পত্তি বরং একমাত্র তোমাদের ঈমানই এর কারণ ছিল। অতএব একথা আর গোপন রইলনা যে, তোমরা যে পর্যন্ত মুমিন থাকবে তারা তোমাদের বন্ধু হতে পারেনা। হযরত হাতিব (রাঃ) মনে করেছিলেন যে, তাদের প্রতি একটু অনুগ্রহ করলে তারা তাঁর পরিবার পরিজনের হেফাযত করবে। তাঁর এই ধারণা ভ্রান্ত ছিল। কারণ ঈমানের কারণে তারা তোমাদের শত্রু। আল্লাহ না করুন তোমাদের ঈমান বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে বন্ধুত্ব আশা করা ধোঁকা বৈ নয়।

অতঃপর কঠোরভাবে তিরস্কার করা হয়েছে যে, তোমাদের হিজরত যদি বাস্তবিকই আল্লাহরই জন্য ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, তাঁর দ্বীন কায়েমের জন্য ছিল, তবে আল্লাহর শত্রুদের তথা অমুসলিম ও কাফেরদের কাছে এই আশা কিরূপে করা যায় যে তারা তোমাদের খাতির করবে। এতে আরো বলা হয়েছে যে, যারা কাফেরদের সাথে গোপন বন্ধুত্ব রাখে তারা যেন মনে না করে যে, তাদের এই কার্যকলাপ গোপন থেকে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কাজ কর্মের খবর রাখেন। এপর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে এবং পরবর্তী কয়েকটি আয়াতেও এ প্রসংগে যা বলা হয়েছে তা যদিও হযরত হাতীব (রাঃ) এর এই ঘটনা প্রসংগেই অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কেবলমাত্র তাঁরই সম্পর্কে কথা বলার পরিবর্তে এতে সমস্ত ঈমানদার লোকদের প্রতি চিরকালের জন্য একটি শিক্ষা সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন। আর তা'হল যেখানেই কুফর ও ইসলামের মুখোমুখি ও সাংঘর্ষিক অবস্থা এবং যেখানেই কিছু সংখ্যক লোক মুমিন লোকদের সাথে শুধুমাত্র তাদের মুসলমান হওয়ার কারণেই শত্রুতা করতে থাকে, সেখানেই কোন ব্যক্তির কোন উদ্দেশ্য এবং কল্যাণ কামনার ভিত্তিতেই এমন কোন কাজ করা যাতে ইসলামের স্বার্থ ও মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় এবং কুফর ও কাফিরদের স্বার্থের আনুকুল্য হয়- ঈমানের পরিপন্থী কাজ। কোন ব্যক্তি যদি ইসলামের অকল্যাণ কামনা হতে মুক্ত হয়ে এবং কোন অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত না হয়ে নিজের ব্যক্তিগত কোন বৃহত্তম স্বার্থের কারণে একাজ করে তবুও কোন

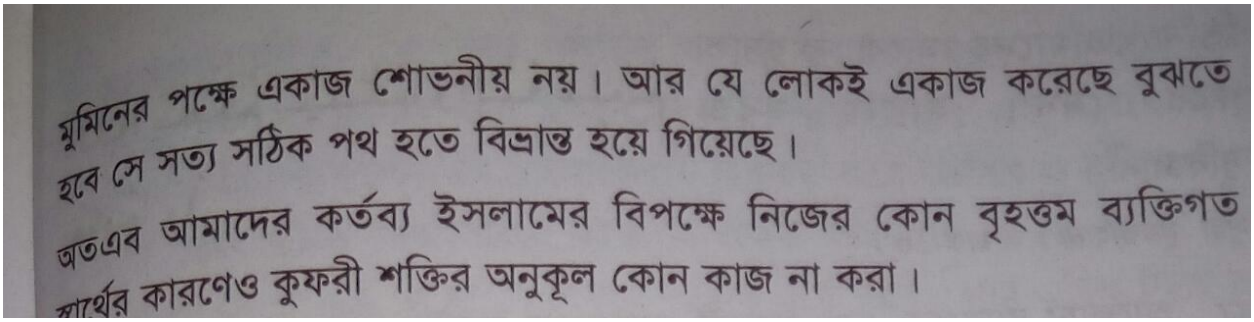
মুমিনের পক্ষে একাজ শোভনীয় নয়। আর যে লোকই একাজ করেছে বুঝতে হবে সে সত্য সঠিক পথ হতে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে।
অতএব আমাদের কর্তব্য ইসলামের বিপক্ষে নিজের কোন বৃহত্তম ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণেও কুফরী শক্তির অনুকূল কোন কাজ না করা।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوٓا ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَٰنَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُونَ

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তোমাদের পিতা আর ভাইদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যদি তারা ঈমানের চেয়ে কুফরীকেই বেশি ভালবাসে। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই যালিম।

২৩ নং আয়াতের তাফসীর:

এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা ঐসব লোকেদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন যারা কুফরীকে ভালবাসে, কুফরীকে প্রাধান্য দেয় যদিও তারা অতি নিকটাত্মীয় হয়। যদিও আয়াতগুলো মক্কায় অবস্থানরত মুসলিমদেরকে হিজরত করা ও কাফিরদের দেশ ত্যাগ করার প্রতি উৎসাহ দিয়ে নাযিল হয়েছে কিন্তু আয়াতটি কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য যাদের অবস্থা এমন হবে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

(لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيْرَتَهُمْ)

"যারা আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তাদেরকে তুমি এমন লোকেদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে না যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, যদিও তারা তাদের পিতা অথবা তাদের পুত্র অথবা তাদের ভাই অথবা তাদের জাতি-গোষ্ঠী হোক না কেন।" (সূরা মুজাদালাহ ৫৮:২২)

যারা এরূপ ব্যক্তিদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নেবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কঠিন ধমক দিয়ে যালেম বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: সে ব্যক্তিও তাদের মত মুশরিক যে ব্যক্তি শির্ককে পছন্দ করে। (কুরতুবী, অত্র আয়াতের তাফসীর)

পূর্বের আয়াতসমূহে হিজরত ও জিহাদের ফযীলত বর্ণিত হয়েছিল। সেক্ষেত্রে দেশ, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অর্থ-সম্পদকে বিদায় জানাতে হয়। আর এটি হল মনুষ্য স্বভাবের পক্ষে বড় কঠিন কাজ। তাই সামনের

আয়াতে এগুলোর সাথে মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসার নিন্দা করে হিজরত ও জিহাদের জন্য মুসলিমদের উৎসাহিত করা হয়। বলা হয়েছেঃ “হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না যদি তারা ঈমানের বদলে কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারাই হবে সীমালংঘনকারী।” মাতাপিতা, ভাই-বোন এবং অপরাপর আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার তাগিদ দিয়ে কুরআনের বহু আয়াত নাযিল হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বলা হয় যে, প্রত্যেক সম্পর্কের একেকটি সীমা আছে এবং এ সকল সম্পর্ক তা মাতা-পিতা, ভাইবোন ও আত্মীয়-স্বজন যার বেলাতেই হোক, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্পর্কের প্রশ্নে বাদ দেয়ার উপযুক্ত। যেখানে এ দু’সম্পর্কের সংঘাত দেখা দেবে, সেখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্পর্ককেই বহাল রাখা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'আলা আত্মীয়তার সম্পর্ক কতক্ষণ পর্যন্ত ঠিক রাখা যাবে আর কখন রাখা যাবে না সে সম্পর্কে অন্যত্র বলেছেন, “আপনি পাবেন না আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমানদার এমন কোন সম্প্রদায়, যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধাচারিদেরকে--- হোক না এ বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা এদের জ্ঞাতি-গোত্র। এদের অন্তরে আল্লাহ সুদৃঢ় করেছেন ঈমান এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা। আর তিনি এদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে এরা স্থায়ী হবে; আল্লাহ এদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং এরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, এরাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর দলই সফলকাম।” [সূরা আল-মুজাদালাহ ২২] ! এ আয়াত প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসাকে সবকিছুর উপর স্থান দিতে হবে। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ থেকে অপর কিছুকে প্রাধান্য দিবে তাদের জন্য কঠোর সাবধানবাণী দেয়া হয়েছে। আর সেটা চেনার উপায় হচ্ছে, যদি দুটি বিষয় থাকে একটি নিজের মনের বিরুদ্ধে যায়, কিন্তু তাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি রয়েছে। আর অপরটি নিজের মনের পক্ষে কিন্তু তাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অসন্তুষ্টি রয়েছে, এমতাবস্থায় যদি সে নিজের মনের পছন্দের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয় তবে বুঝা যাবে যে সে যালিম। তার উপর যে ওয়াজিব ছিল সেটাকে সে ত্যাগ করেছে। [সা'দী] পক্ষান্তরে যদি কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়, তবে এটা হবে প্রকৃত ত্যাগ ও কুরবানী। উম্মতের শ্রেষ্ঠ জামা'আতরূপে সাহাবায়ে কেরাম যে অভিহিত, তার মূলে রয়েছে তাদের এ ত্যাগ ও কুরবানী। তারা সর্বক্ষেত্রেসর্বাবস্থায় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সম্পর্ককেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাই আফ্রিকার বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু, রোমের সোহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু, মক্কার কুরাইশ ও মদীনার আনসারগণ গভীর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং ওহুদ ও বদর যুদ্ধে পিতা ও পুত্র এবং ভাই ও ভাইয়ের মধ্যে দাঁড়াতেও কুন্ঠা বোধ করেন নি।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দ্বীনকে হাসি-তামাসা ও খেলার বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে তাদেরকে এবং কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না আর আল্লাহকে ভয় কর যদি তোমরা মু’মিন হও।

৫৭ নং আয়াতের তাফসীর:

আল্লাহ তা'আলা সেসব পূর্ববর্তী কিতাবধারী ও কাফিরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন যারা আমাদের দীন ইসলামকে নিয়ে ঠাট্টা ও খেল-তামাশা করে।

এ বিধান শুধু পূর্ববর্তী কিতাবধারী ও কাফিরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাদেরকে তো সাধারণভাবেই কোনক্রমে বন্ধু বানানো যাবে না, এ কাজ করুক আর না করুক। বরং এ আচরণ যাদের মধ্যেই বিদ্যমান থাকবে বা প্রকাশ পাবে সে নামধারী মুসলিম হলেও তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। কেননা এরা সবাই শয়তানের দলে, আল্লাহ তা'আলার দলে নয়। এমনিভাবে যারা ইসলামের বিধান ও মুসলিমদের নিয়ে ঠাট্টা করে তারাও ঐ সব শয়তানের দল। এরা ইসলাম ও মুসলিমদের শত্র"।

সুতরাং সে সকল মু'মিনের ঈমানের ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ হয়- যারা মুখে ঈমানের দাবী করে যারা ইসলাম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, মুসলিমদের প্রিয় নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ব্যঙ্গ করে এবং ইসলামের বিধি-বিধানকে কুদৃষ্টিতে দেখে তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখে। যদি সত্যিই তারা ইসলামকে ভালবাসে তাহলে ইসলামকে যারা খারাপ জানে তাদেরকে ভাল জানতে পারে না। অবশ্যই তাদেরকে খারাপ জানবে। এটাই ঈমানের দাবী।

(وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَي الصَّلٰوةِ)

'তোমরা যখন সালাতের জন্য আহ্বান কর' তোমরা সালাতের জন্য আহ্বান কর বা আযান দাও তখনও তারা এটাকে ঠাট্টা ও খেলার বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে।

হাদীসে এসেছে; যখন আযান দেয়া হয় তখন শয়তান পিছনদ্বার দিয়ে বায়ু ছাড়তে ছাড়তে এতদূর চলে যায় যেখানে আযান শোনা যায় না। আযান শে সে আবার ফিরে আসে। (সহীহ বুখারী হা: ৬০৮, সহীহ মুসলিম হা: ৩৮৯)

অনুরূপভাবে শয়তানের অনুসারীদেরকেও আযান শুনতে ভাল লাগে না। যার কারণে আযান নিয়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মন্তব্য করে। এরা ইসলামের শত্র" ও শয়তানের দল।

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, হাদীসও শরীয়তের মূল উৎস ও অকাট্য প্রমাণ। কারণ কুরআনে সালাতের জন্য আযানের কথা উল্লেখ আছে কিন্তু আযান কিভাবে দিতে হবে তার ধরণ-করণ ইত্যাদি কিছুই উল্লেখ নেই। এর বিস্তারিত বর্ণনা হাদীসে এসেছে। সুতরাং হাদীস দীনের অকাট্য দলীল। তবে হাদীস হতে হবে সহীহ, কারণ ইসলামের শত্র"রা ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি করার জন্য অনেক বানোয়াট কথা হাদীসের নামে চালিয়ে দিয়েছে। সুতরাং কোন সহীহ হাদীস যদি একটি মাত্র বর্ণনাকারী দ্বারাও বর্ণিত হয় তাহলেও তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। চাই আমার মত, দল ও চিন্তার সাথে মিলুক আর নাই মিলুক।

ইসলামের কোন বিধি-বিধান ও প্রতীক নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রƒপ করলে তার বিধান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ط قُلْ أَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُوْنَ - لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ)

"এবং তুমি তাদেরকে প্রশ্ন করলে তারা নিশ্চয়ই বলবে: 'আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম।' বল: 'তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর নিদর্শন ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে বিদ্রƒপ করছিলে? 'তোমরা ওযর পেশের চেষ্টা কর না। তোমরা ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গেছ।" (সূরা তাওবাহ ৯:৬৫)

তাই আমাদের উচিত ইসলামের প্রতিটি বিধান ও প্রতীককে সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করা।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. কাফির মুশরিকরা আমাদের দীন নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রƒপ করে, অতএব কিভাবে আমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখব?

২. যারা ইসলামের কোন বিধান ও নিদর্শন নিয়ে ঠাট্টা করবে তারা মুসলিম থাকতে পারে না।

৩. হাদীসও কুরআনের মত ইসলামী শরীয়তের অকাট্য প্রমাণ। হাদীস ছাড়া ইসলাম পূর্ণাঙ্গভাবে পালন করা সম্ভব নয়।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصٰرٰى أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহূদ ও নাসারাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ যালিমদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

৫১ নং আয়াতের তাফসীর:

উবাদাহ বিন সামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: যখন বানু কাইনুকা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন আব্দুল্লাহ বিন উবাই তাদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে এবং তাদের সহযোগিতা করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। উবাদাহ বিন সামেত (রাঃ) তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে চলে আসেন। জাহেলি যুগ থেকেই আব্দুল্লাহ বিন উবাই ও উবাদাহ বিন সামেত (রাঃ) দু'জনের ইয়াহূদীদের সাথে মৈত্রীচুক্তি ছিল। উবাদাহ বিন সামেত (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে এসেছি এবং আল্লাহ, রাসূল ও মু'মিনদের সাথে সম্পর্ক গড়ে নিয়েছি। কিন্তু আবদুল্লাহ বিন উবাই তাদের সাথে সম্পর্ক বহাল রাখে এবং তাদের রক্ষা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাফসীর তাবারী হা: ১২১৫৮, ইবনু কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর)

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদ ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন; কারণ তারা ইসলাম ও মুসলিমদের চরম শত্র" এবং ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরস্পর সহযোগিতা করে।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا)

"অবশ্যই মু'মিনদের প্রতি শত্র"তায় মানুষের মধ্যে ইয়াহূদী ও মুশরিকদেরকেই তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখবে।" (সূরা মায়িদাহ ৫:৮২)

(وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهٗ مِنْهُمْ)

"তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে সে তাদেরই একজন গণ্য হবে" অর্থাৎ কোন মুসলিম ব্যক্তি জেনে-শুনে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখলে সে তাদের মত হয়ে যাবে, মুসলিম থাকবে না। মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা যে কুফরী কাজ তার বিশেষ দলীল হলো অত্র আয়াত।

অর্থ হলো: মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য করা এমনভাবে যে, কোথাও মুসলিম ও কাফিরদের মাঝে যুদ্ধ হচ্ছে সেখানে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে যেকোনভাবে সহযোগিতা করা। হতে পারে সম্পদ দ্বারা, অস্ত্র দ্বারা অথবা সমর্থন দ্বারা। এভাবে যদি কেউ মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে; কেননা সে মুসলিদের ওপর মুশরিকদেরকে প্রাধান্য দিয়েছে। এরূপ প্রাধান্য দেয়া প্রমাণ করে, সে ইসলামকে অপছন্দ করে, আল্লাহ ও রাসূলকে অপছন্দ করে। এরূপ করা কুফরী ও ধর্মহীনতা।

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে অপছন্দ করবে, অথবা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলকে অপছন্দ করবে অথবা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা নিয়ে এসেছেন তার কোন কিছু অপছন্দ করবে সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ)

"কারণ, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা তারা অপছন্দ করছে; তাই আল্লাহ তাদের আমল বরবাদ করে দিয়েছেন।" (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:৯)

مرض (ব্যাধি) এখানে ব্যাধি অর্থ হল সংশয় ও সন্দেহ।

অর্থাৎ দীন ইসলামের ব্যাপারে যাদের সন্দেহ ও কপটতা রয়েছে তারা ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করতে তড়িঘড়ি করে।

دائرة 'মুসিবত' অর্থাৎ তারা বলে আমরা ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব রাখি এ আশংকায় যে, ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানগণ মুসলিমদের ওপর জয়ী হলে তখন আমাদের খুব কাজে আসবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: তিনি অচিরেই ইসলাম ও মুসলিমদেরকে মক্কা বিজয় দেবেন। তখন মুনাফিকরা তাদের কৃতকর্মের জন্য আফসোস করবে, কিন্তু কোন কাজ হবে না।

'শ্রীঘ্রই আল্লাহ বিজয় দেবেন' এখানে বিজয় দ্বারা উদ্দেশ্য হল মক্কা বিজয়। (তাফসীর মুয়াসসার - ১১৭)

অতএব যে ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানেরা ইসলাম ও মুসিলমদের চরম শত্র", পদে পদে মুসলিমদের ক্ষতি করার ষড়যন্ত্র করে তাদের লেবাস-পোষাক, আচার-আচরণ, কাজ-কর্ম পছন্দ করত তাদেরকে যারা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে তাদের ব্যাপারে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. অমুসলিমদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা ধর্মহীনতা ও হারাম।

২. কেবল মুনাফিকরাই কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে পারে।

৩. মু'মিনদের উপেক্ষা করে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার শামিল।

لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণ ছাড়া কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করে, মূলতঃ যে এমন করবে আল্লাহর সাথে তার কোন কিছুরই সম্পর্ক নেই, তবে ব্যতিক্রম হল যদি তোমরা তাদের যুলম হতে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন এবং আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন।

২৮ নং আয়াতের তাফসীরঃ

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে মু'মিন ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করছেন। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ)

"হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিনগণের পরিবর্তে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।" (সূরা নিসা ৪:১৪৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

(يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَاۤءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ ۗ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে সে তাদেরই একজন গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী লোকেদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" (সূরা মায়িদাহ ৫:৫১) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন:

(يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ)

“হে মু’মিনগণ! আমার শত্র“ ও তোমাদের শত্র“কে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।” (সূরা মুমতাহিনা ৬০:১)

সুতরাং অমুসলিমদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ও কবীরা গুনাহ। যে ব্যক্তি এ কবীরা গুনায় লিপ্ত হবে সে আল্লাহ তা‘আলার দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকবে। এ বন্ধুত্ব হলো মুশরিকদেরকে ভালবাসার বন্ধুত্ব আর এটাই হলো কুফরী ও ধর্মহীনতা। মুশরিকদেরকে ভালবাসার মূলে হলো কুফরী ও ধর্মহীনতা। এ ভালবাসা থেকেই তাদেরকে সহযোগিতা করার প্রেরণা জাগে। অতত্রব মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সহযোগিতা করাই তাদের সাথে বন্ধুত্বের প্রমাণ করে। আর মুশরিকদের সাথে এ বন্ধুত্বই হলো ধর্মহীনতার প্রমাণ। সুতরাং মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকরদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা ইসলাম বিনষ্টের অন্যতম কারণ। মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকরদেরকে সাহায্য করার অর্থ হলো কাফিরদেরকে ভালবাসা। আর কাফিরদেরকে ভালবাসা হলো ইসলাম ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে যাওয়া। যা কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। তবে তাদের সাথে বাহ্যিক বন্ধুত্ব রাখা যাবে যখন তাদের থেকে কোন অনিষ্টতার আশংকা হয়। শুধু বাহ্যিক বন্ধুত্ব হবে কিন্তু অন্তরে ঘৃণা থাকবে। যেমন ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, আবূ দারদা (রাঃ) বলেন,

بَاب الْمُدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ إِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ وَإِنَّ قُلُوبَنَا لَتَلْعَنُهُمْ

কোন কোন জাতির সাথে আমরা হাসি মুখে মিলিত হই কিন্তু আমাদের অন্তর তাদের প্রতি অভিশম্পাত করে। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদ দীনের স্বার্থে মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করা)

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে তার শাস্তি সম্পর্কে অবগত করছেন। তাঁর কাছেই সকলকে ফিরে যেতে হবে। সুতরাং কে কোন্ উদ্দেশ্যে অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে মানুষ তা না জানলেও আল্লাহ তা‘আলা তা জানেন, সে অনুযায়ী তিনি বিচার করবেন।

কোন কাফেরের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসা কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়। এ আয়াতে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, মুসলিমদের কোন ব্যাপারে সাহায্য সহযোগিতার চুক্তি করার ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে, যে কেউ সেটা করবে তার সাথে আল্লাহ্র সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ্র দ্বীনে তার কোন অংশ থাকবে না। কেননা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ঈমানের সাথে একত্রিতভাবে থাকতে পারে না। ঈমান তো শুধু আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র বন্ধু মুমিনদের সাথে সম্পর্ক রাখতে বলে যারা আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠা করে এবং আল্লাহ্র শত্রুদের সাথে জিহাদ করে। আল্লাহ্ বলেন, “আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীরা তারা পরস্পর পরস্পরের ওলী” [সূরা আত-তাওবাহ ৭১]

সুতরাং কেউ যদি ঈমানদারদের ব্যতীত এমন কাফেরদেরকে বন্ধু বানায় যারা আল্লাহ্‌র নূরকে নিভিয়ে দিতে চায় এবং তাঁর বন্ধুদেরকে বিপদে ফেলতে চায়, তাহলে সে মুমিনদের গণ্ডি থেকে বের হয়ে কাফেরদের গণ্ডিভুক্ত হবে। এজন্যই আল্লাহ্‌ বলেছেন, কেউ যদি তাদেরকে বন্ধু বানায় তবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, কাফেরদের থেকে দুরে থাকতে হবে, তাদেরকে বন্ধু বানানো যাবে না, তাদের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক থাকতে পারবে না। অনুরূপভাবে তাদের প্রতি অনুরাগী হওয়া যাবে না। কোন কাফেরকে মুসলিমদের উপর কর্তৃত্ব দেয়া যাবে না। [সা'দী]

আল্লাহ্‌র ভয়ের পরিবর্তে মানুষের ভয় যেন তোমাদেরকে আচ্ছন্ন করে না রাখে; কেননা মানুষের ভয় ও ক্ষতির সম্ভাবনা দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আল্লাহ্‌র শাস্তি ও ক্ষতির সম্ভাবনা দুনিয়া ছাড়িয়ে আখেরাতেও ব্যাপৃত। সুতরাং আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয়ে ভীত থাক। যে কাজে তার শাস্তি অবধারিত সে কাজ থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখ। যদি তোমরা তাঁর অবাধ্য হও তবে তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন। [সা'দী]

আউলিয়া ওলীর বহুবচন। আর ওলী এমন বন্ধুকে বলা হয়, যার সাথে থাকে আন্তরিক ভালবাসা এবং বিশেষ সম্পর্ক। যেমন, মহান আল্লাহ নিজেকে ঈমানদারদের ওলী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। [اَللهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ آمَنُوا] "আল্লাহ হলেন ঈমানদারদের ওলী।" আলোচ্য আয়াতের অর্থ হল, ঈমানদারদের পারস্পরিক ভালবাসা এবং বিশেষ সম্পর্ক থাকে। তারা আপোসে একে অপরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। এখানে মহান আল্লাহ মু'মিনদেরকে কাফেরদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। কারণ, কাফেররা আল্লাহর শত্রু এবং মু'মিনদেরও। সুতরাং তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা কিভাবে বৈধ হতে পারে? আর এই কারণেই আল্লাহ তাআলা এই বিষয়টাকে কুরআনের আরো কয়েক স্থানে অতীব গুরুত্বের সাথে পেশ করেছেন। যাতে মু'মিনরা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব এবং বিশেষ সম্পর্ক কায়েম করা থেকে বিরত থাকে। অবশ্য (পার্থিব) প্রয়োজন ও সুবিধার দাবীতে তাদের সাথে সন্ধি ও চুক্তি হতে পারে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেনও। অনুরূপ যে কাফের মুসলিমদের সাথে শত্রুতা রাখে না, তার সাথে উত্তম ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করা বৈধ। (এর বিস্তারিত আলোচনা সূরা মুমতাহিনায় আছে।) কারণ, এ সব কার্যকলাপ (বন্ধুত্ব ও ভালবাসা থেকে) ভিন্ন জিনিস।

এই অনুমতি সেই মুসলিমদের জন্য যারা কোন কাফের দেশে বসবাস করে। যদি কোন সময় তাদের (কাফেরদের) সাথে বন্ধুত্বের প্রকাশ করা ব্যতীত তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে মৌখিকভাবে বন্ধুত্বের প্রকাশ করতে পারবে।

আয়াতের শিক্ষাঃ

১. অমুসলিমদের সাথে সর্বপ্রকার সম্পর্ক রাখা হারাম।

২. অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা ও ভালবাসা এবং সহযোগিতা করা কুফরী যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

৩. মুসলিমদের থেকে কাফিরদের শক্তি সামর্থ্য বেশি থাকলে কিম্বা তাদের থেকে কোন ক্ষতির আশংকা করলে তাদের সাথে বাহ্যিক সম্পর্ক রাখা যেতে পারে তবে অন্তরে ঘৃণা থাকতে হবে।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْءَايَٰتِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ

হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদের লোক ছেড়ে অন্য কাউকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, কারণ তারা তোমাদেরকে নষ্ট করতে ত্রুটি করবে না, তারা কেবল তোমাদের দুর্ভোগ কামনা করে, বস্তুতঃ তাদের মুখেও শত্রুতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং তাদের অন্তর যা লুকিয়ে রাখে তা আরও ভয়ঙ্কর, আমি তোমাদের কাছে তাদের লক্ষণগুলো স্পষ্ট করে দিলাম, যদি তোমরা অনুধাবন কর।

১১৮ নং আয়াতের তাফসীর:

মু'মিনগণ কেবল মু'মিনদেরকেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, অন্য কাউকে না। এ সম্পর্কে সূরা বাকারাতে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আল্লাহ তা'আলা আরো কঠোরভাবে ধমক দিয়ে কাফির-মুশরিকসহ অন্যান্যদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করছেন। যদিও আয়াতে মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তবে মুনাফিকসহ সকল কাফির এতে শামিল; কারণ তারা তোমাদের ভাল চায় না, সুযোগ পেলেই তোমাদের ক্ষতি করবে। মুখে বাহ্যিকভাবে খুব সুসম্পর্কের কথা বলবে, এমনকি অনেক কিছু আদান-প্রদান করবে। মাঝে মাঝে বিদ্বেষমূলক কথা বের হয়ে যাবে। কিন্তু অন্তরে যে বিদ্বেষ গোপন করে আছে তা আরো ভয়ংকর। আমরা মুসলিমরা তাদের প্রতি ভালবাসা দেখালে কি হবে, তারা মূলত আমাদের ভালবাসে না, তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য ক্ষণিকের সম্পর্ক রাখে; কিন্তু সুযোগ পেলেই তাদের আসল চেহারা প্রকাশ পেয়ে যাবে। সুতরাং তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার কোন সুযোগ নেই। যদি মুসলিমরা তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে তাহলে কখনো পূর্ণ ঈমানের ওপর টিকে থাকতে পারবে না এবং দুনিয়াতে তাদের ওপর বিজয়ী হতে পারবে না। আরবিতে একটি প্রবাদ রয়েছে যার অর্থ হলো: কোন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না; বরং ব্যক্তির বন্ধু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। কারণ ব্যক্তি তার বন্ধুর অনুসরণ করে চলে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: একজন ব্যক্তি তার বন্ধুর ধর্ম অনুরসণ করে থাকে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকে যেন লক্ষ রাখে সে কাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করছে। (সিলসিলা সহীহাহ হা: ৯২৭)

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আল্লাহ তা'আলা এমন কোন নাবী প্রেরণ ও খলীফা নির্ধারণ করেননি যার জন্য দু'জন অন্তরঙ্গ বন্ধু দেননি। একজন বন্ধু তাকে ভাল কাজের পরামর্শ দেয় ও ভাল কাজে উৎসাহ দেয় অপর জন খারাপ কাজের পরামর্শ দেয় ও খারাপ কাজের ইন্ধন যোগায়। আল্লাহ তা'আলা যাকে রক্ষা করেন সেই কেবল রক্ষা পায়। (সহীহ বুখারী হা: ৬৬১১, ৭১৯৬)

সুতরাং রাষ্ট্র প্রধানদেরও লক্ষ রাখা দরকার কাদের সাথে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক করছেন।

بِطَانَةً এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু যার নিকট গোপন তথ্য বলা হয়।

لَا يَأْلُوْنَكُمْ

তোমাদের ক্ষতি করতে ত্র“টি করে না।

خَبَالًا যা তোমাদের দীন ও দুনিয়া উভয়ের জন্য অনিষ্টকর।

تُحِبُّوْنَهُمْ তোমরা মুনাফিকদের বাহ্যিক সালাত এবং ঈমানের ধোঁকায় তাদের বন্ধু বানিয়ে নাও। জেনে রেখ! তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা কাফির-মুনাফিকদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্র“তা পোষণ করার কথা তুলে ধরছেন। যদি মুসলিমদের কোন বিজয়, গনীমত ও সাহায্য আসে তা হলে তারা ব্যথিত হয়। পক্ষান্তরে মুসমিদের পরাজয় হলে অথবা জানমালের কোন ক্ষতি হলে তারা খুব খুশি হয়। তাই আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। কাফির-মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক রাখাই আমাদের অধঃপতনের অন্যতম কারণ।

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ মিত্ররূপে গ্রহণ করো না। (بِطَانَةً) শব্দের অর্থ অভিভাবক, বন্ধু, বিশ্বস্ত, রহস্যবিদ। কাপড়ের অভ্যন্তর ভাগকেও (بِطَانَةً) বলা হয়, যা শরীরের সাথে মিশে থাকে। ‘কোন ব্যক্তির অভিভাবক, বিশ্বস্ত বন্ধু এবং যার সাথে পরামর্শ করে কাজ করা হয়, এরূপ ব্যক্তিকে তার (بِطَانَةً) বলা হয়’। এখানে (بِطَانَةً) বলে বন্ধু, বিশ্বস্ত, গোপন তথ্যের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য লোককে বোঝানো হয়েছে। অতএব আলোচ্য আয়াতে মুসলিমদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, নিজেদের দ্বীনের লোকদের ছাড়া অন্য কাউকে মুরুব্বী ও উপদেষ্টারূপে গ্রহণ করে তাদের কাছে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য প্রকাশ করতে যেও না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ্ তাআলা যখনই কোন নবী পাঠিয়েছেন বা কোন খলীফা বা রাষ্ট্রনায়ককে ক্ষমতা প্রদান করেছেন, তখনই তার দু’ধরনের মিত্রের সমাহার ঘটে। এক ধরনের মিত্র তাকে সৎকাজের আদেশ দেয় এবং সেটার উপর উৎসাহ যোগায়। অপর ধরনের মিত্র তাকে খারাপ কাজের নির্দেশ দেয় এবং সেটার উপর উদ্দীপনা দিতে থাকে।

আল্লাহ যাকে হেফাযত করতে ইচ্ছা করেন তিনি ব্যতীত সে মিত্রের অকল্যাণ থেকে বাঁচার কোন পথ থাকে না"। [বুখারী: ৭১৯৮]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, অন্ধকার যুগে কোন কোন মুসলিমের সাথে কোন কোন ইয়াহুদীর সন্ধিচুক্তি ছিল। সে চুক্তির কারণে ইসলাম গ্রহণের পরও মুসলিমরা তাদের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বজায় রাখত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করে ইয়াহুদী-নাসারা তথা অমুসলিমদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করার জন্য নির্দেশ দেন। [ইবন আবী হাতেম, আততাফসীরুস সহীহ]

অর্থাৎ তারা তোমাদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করতে কসুর করবে না। তারা তোমাদের বিপদ কামনা করে। এ ধরনের কিছু বিষয় স্বয়ং তাদের মুখেও প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু অন্তরে যে শত্রুতা গোপন রাখে, তা আরও মারাত্মক। আমি তোমাদেরকে সামনে সব আলামত প্রকাশ করে দিয়েছি; এখন তোমরা যদি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পার তবে তা থেকে উপকার পেতে পার।

উদ্দেশ্য এই যে, ইয়াহুদী হোক কিংবা নাসারা, কপট বিশ্বাসী মুনাফেক হোক কিংবা মুশরেক -কেউ তোমাদের সত্যিকার হিতাকাঙ্ক্ষী নয়। তারা সর্বদাই তোমাদের বোকা বানিয়ে তোমাদের ক্ষতি সাধনে ব্যাপৃত এবং ধর্মীয় ও পার্থিব অনিষ্ট সাধনে সচেষ্ট থাকে। তোমরা কষ্টে থাক এবং কোন না কোন উপায়ে তোমাদের দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষতি হোক, এটাই হলো তাদের কাম্য। তাদের অন্তরে যে শত্রুতা লুক্কায়িত রয়েছে, তা খুবই মারাত্মক। কিন্তু মাঝে মাঝে দুর্দমনীয় জিঘাংসায় উত্তেজিত হয়ে এমন সব কথাবার্তা বলে ফেলে, যা তাদের গভীর শত্রুতার পরিচায়ক। শত্রুতা ও প্রতিহিংসায় তাদের মুখ থেকে অসংলগ্ন কথা বের হয়ে পড়ে। সুতরাং এহেন শত্রুদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আল্লাহ তা'আলা শত্রু-মিত্রের পরিচয় ও সম্পর্ক স্থাপনের বিধান বলে দিয়েছেন, সুতরাং মুসলিমদের এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া খুবই সমীচীন।

ইসলাম বিশ্বব্যাপী করুণার ছায়াতলে মুসলিমগণকে অমুসলিমদের সাথে সহানুভূতি, শুভেচ্ছা, মানবতা ও উদারতার অসাধারণ নির্দেশ দিয়েছে। এটা শুধু মৌখিক নির্দেশই নয়; বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ একে কার্যে পরিণত করেও দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু মুসলিমদের নিজস্ব রাষ্ট্র ও তার বৈশিষ্ট্যপুর্ণ কাযাবলী সংরক্ষণের স্বার্থে ইসলাম এ নির্দেশও দিয়েছে যে, ইসলামী আইনে অবিশ্বাসী ও বিদ্রোহীদের সাথে সম্পর্ক একটি বিশেষ সীমার বাইরে এগিয়ে নেয়ার অনুমতি মুসলিমদের দেয়া যায় না। কারণ, এতে ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি যুক্তিপুর্ণ, সঙ্গত ও জরুরী ব্যবস্থা। এতে ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই হেফাজত হয়। যে সব অমুসলিম মুসলিম রাষ্ট্রের বাসিন্দা কিংবা মুসলিমদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ, তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষনের জন্যে জোরদার নির্দেশাবলী ইসলামী আইনের গুরুত্বপুর্ণ অংশ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'সাবধান! যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের প্রতি অত্যাচার করে কিংবা তার প্রাপ্য হ্রাস করে কিংবা তার উপর সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয় অথবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার কাছ থেকে কোন জিনিস গ্রহণ করে, তবে কেয়ামতের দিন আমি তার পক্ষ থেকে উকিল হবো। [আবু দাউদঃ ৩০৫২]

কিন্তু এসব উদারতার সাথে সাথে মুসলিমদের নিজস্ব সত্তার হেফাযতের স্বার্থে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে যে, ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু কিংবা বিশ্বস্ত মুরুববীরূপে গ্রহণ করো না। উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলা হলো যে, এখানে একজন হস্তলিপিতে সুদক্ষ অমুসলিম বালক রয়েছে। আপনি তাকে ব্যক্তিগত মুনশী হিসাবে গ্রহণ করে নিলে ভালই হবে। উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বলেনঃ এরূপ করলে মুসলিমদের ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীকে বিশ্বস্তরূপে গ্রহণ করা হবে, যা কুরআনে নির্দেশের পরিপন্থী।' [ইবন আবী হাতেম; আত-তাফসীরুস সহীহ]

ইমাম কুরতুবী হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর বিখ্যাত আলেম ও তফসীরবিদ। তিনি অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে মুসলিমদের মধ্যে এ শিক্ষার বিরুদ্ধাচরন ও তার অশুভ পরিণাম এভাবে বর্ণনা করেনঃ "আজকাল অবস্থা এমন পাল্টে গেছে যে, ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্যরূপে গ্রহণ করা হচ্ছে এবং এভাবে ওরা মুর্খ বিত্তশালী ও শাসকদের ঘাড়ে চেপে বসেছে।" আধুনিক সভ্যতার যুগেও বিশেষ মতাদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে সংশ্লিষ্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী নয়- এমন কোন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা ও মুরুব্বীরূপে গ্রহণ করা হয় না। তাই মুসলিম শাসকগণেরও এ ব্যাপারে সাবধান থাকা উচিত।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. কাফির-মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব হারাম। তবে কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে অন্তরে ঘৃণা রেখে বাহ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখা যেতে পারে।

২. কাফিরদের প্রতি মুসলিমরা সহানুভূতি দেখালেও তারা মূলত মুসলিমদেরকে ভালবাসে না।

৩. মুসলিমদের প্রতি কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকদের হিংসার দাবানল সর্বদা জ্বলতে থাকে।